

ই শ পের গ ল্প



লেখা: তারিক মনজুর
আঁকা: দ্রানুপা আনজানা

☼ ডায়লিপি

ইশপের গল্প

তারিক মনজুর

গ্রন্থস্বত্ব : ফারজানা খান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৮০৩

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

দ্রানুপা আনজানা

বর্ণবিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ

এম/এস বারনা প্রিন্টার্স

১১৯/৩, ফকিরাপুল (সরদার গলি)

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৪৮০.০০

Ishoper Golpo

Written by: Tariq Manzoor

Illustrated by: Dranupa Anjana

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 480.00

\$ 16

ISBN : 9789849874195

উৎসর্গ
আনজীর লিটন

গল্প শুরুর আগে

ইউরোপের জুতা বলা হয় ইতালিকে। কারণ ভূমধ্যসাগরের মধ্যে জুতার মতো ঝুলে রয়েছে দেশটি। আর ইতালির পূর্ব দিকে মোজার মতো ভূমধ্যসাগরে ঝুলে রয়েছে আরেকটি দেশ। তার নাম গ্রিস। এই গ্রিসে আজ থেকে অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে মানুষের শহর গড়ে উঠেছিল।

পুরাতন গ্রিসের সেই শহরে ইশপ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ধারণা করা হয়, ইশপ ছিলেন ক্রীতদাস। তিনি অবসরে অন্যদের গল্প বলতেন। সেসব গল্পের বেশির ভাগই ছিলো জীবজন্তু নিয়ে। গল্পগুলো ছিলো খুব মজার। তাই এক মুখ থেকে আরেক মুখে সেই গল্প চলতে থাকে। এভাবে মুখে মুখে চলা গল্প এক সময়ে লেখা হয়। এগুলোই ইশপের গল্প নামে পরিচিত।

ইশপের গল্পের জীবজন্তুর কথাবার্তা আর আচরণ ঠিক মানুষের মতো। তাই ইশপের গল্পের জীবজন্তুকে মানুষ বলেই মনে হয়। ইশপ তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে হয়তো নিজের অভিজ্ঞতাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাই এসব গল্পের সব কয়টিতেই নীতিকথা আছে।

গল্পের শেষে আলাদা বাক্যে নীতিকথা উল্লেখ থাকে। এ বইয়ে নীতিকথাগুলো আমি আলাদা করে উল্লেখ করিনি। কারণ, আমার কাছে মনে হয়েছে, গল্প যে পড়বে, সে সেখান থেকে নিজের মতো করে নীতিকথা বুঝে নিতে পারবে। তাছাড়া নীতিকথা বোঝা বা

বোঝানো গল্পের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার, একই গল্প থেকে একাধিক নীতিকথাও বের করা সম্ভব। অতএব, একটি উল্লেখ করে আমি চিন্তার সুযোগকে সীমায়িত করতে চাইনি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইশপের গল্পের অনুবাদ হয়েছে। এসব গল্প ছোটো-বড়ো সবার কাছে এখনো খুব জনপ্রিয়। বাংলাদেশে প্রথম ইশপকে অনুবাদ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমি এই বই করার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে পাশে রেখেছি। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছি, যাতে বইটি পড়ে ছোটোরা মজা পায়।

গল্পের ভাষা সহজ-সরল রাখা হয়েছে। আর গল্পের মধ্যে স্পর্শকাতর ও আপত্তিকর বিষয়গুলো যথাসম্ভব পরিশীলিত করা হয়েছে।

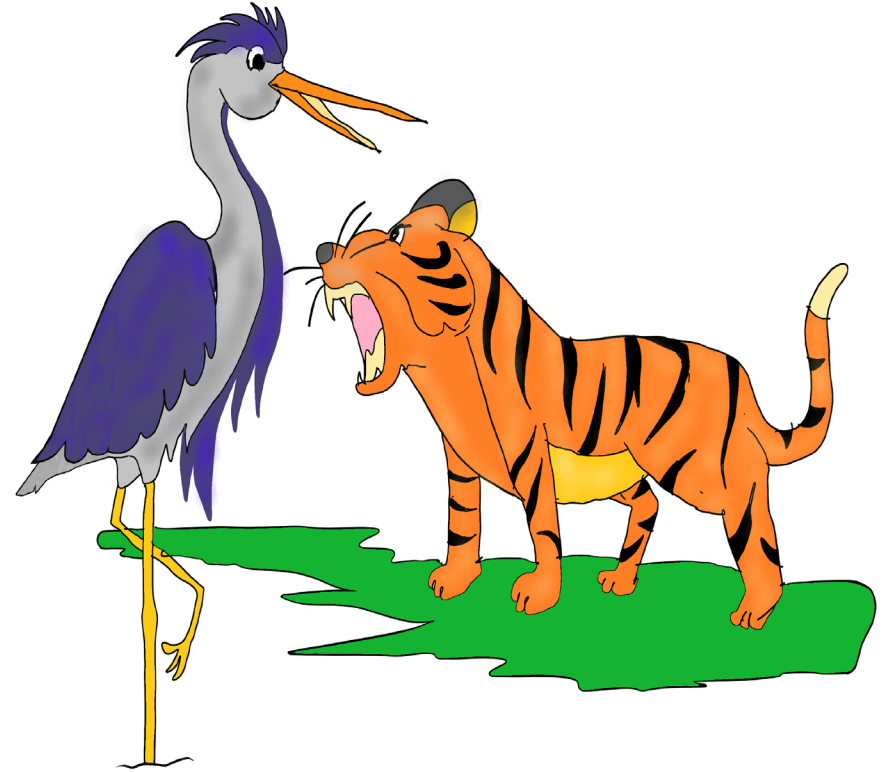
কোন পাতায় কোন গল্প

১১ বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিলো	১৩ ময়ূরের মতো হতে গিয়ে	১৫ কুকুর আর শিকার ধরতে পারে না	১৭ শুধু তেল মাখলে হবে না	১৯ সাপটা মরার মতো পড়ে ছিলো
২০ ওই টুকরাটাও খেতে হবে		২২ পানি ঘোলা করছিস কেন	২৪ ইচ্ছামতো মধু খেতে গিয়ে	২৫ সিংহের মনে দয়া হলো
২৭ এসো, বন্ধু হই	২৯ অমন জীবন চাই না	৩১ ঘুমিয়ে পড়ার পরে	৩৩ আমিও উড়তে পারবো	৩৫ বাঘ এসেছে! বাঘ এসেছে!
৩৭ শিকারি ইঙ্গিত বুঝতে পারেননি	৩৯ কাকটার খুব পিপাসা লেগেছিলো	৪০ হরিণটা একদিকে দেখতে পায়নি		৪১ পেট শুধু খায়
৪২ ভালুকের কবলে	৪৩ ন্যায়্য ভাগ করে দেখাও	৪৪ প্রাণের ভয়ে দৌড়ানো	৪৫ সোনার মোহর কোথায় আছে	৪৭ বন্ধু কে শত্রু কে
৪৯ লেজকাটা শিয়াল	৫১ যখন বুড়ির চোখ ভালো হলো	৫৩ ব্যাংগুলো লাফিয়ে পড়লো পানিতে	৫৫ যেহেতু বকদের সাথে তুমিও ধরা পড়েছো	৫৭ একসাথে থাকলে বিপদ হয় না
৫৯ হরিণকে জন্ম করতে গিয়ে	৬১ তোমার মতলব বুঝতে পেরেছি		৬২ লোকটাকে কুকুর কামড়েছিলো	৬৩ তখন ছিলো গরমকাল
৬৪ সোনার কুঠার রূপার কুঠার	৬৬ সিংহের ভাগ	৬৭ নিজেও খাবে না, অন্যদেরও খেতে দেবে না	৬৮ মশার কথা শুনে গোরু হাসলো	৬৯ তুমি বরং দূরেই থাকো

৭০ এখন এসব উপদেশ অকারণ	৭১ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে	৭৩ মারামারি করে কাজ নেই	৭৫ তুমি এখান থেকে চলে যাও	৭৬ জমির ফসল পেকে গিয়েছিলো
৭৯ কুঠার নিয়ে বিপদ	৮১ এটা কোন পাখি		৮৩ আর বাঁচতে চাই না	৮৫ একটা শকুনের বদলে অনেক শকুন
৮৬ আগে তোকে খাই	৮৭ বিপদে যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলো	৮৮ এক তাল সোনা আর এক খণ্ড পাথর	৯০ আমরা কত বোকা	৯১ পায়ের ছাপ দেখে তো মনে হচ্ছে না
৯৩ বাগড়া বাধিয়ে দিলো	৯৪ ওর আর কী দোষ	৯৬ সিংহের চামড়া দিয়ে শরীর ঢেকে নিলো	৯৭ নিজের চুল পরের চুল	৯৮ ঘোড়ার ছায়া
১০০ আগে বুঝতে পারিনি	১০১ লবণের বদলে তুলা	১০৩ পাণ্ডুলো দেখতে ভালো না	১০৫ চলার পথটাই চেনা নেই	১০৬ তোমাদের জন্য খেলা বটে
১০৭ ছাগলটা পাহাড়ের উঁচুতে উঠেছিলো		১০৯ গাধাটা বুঝতে পারিনি	১১০ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য	১১২ ভেড়ার মালিক বুঝি উপহার দিয়েছে
১১৩ এর চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভালো	১১৫ নিজেরা করলে দোষ হয় না	১১৬ উপকারীর উপকার	১১৭ মিথ্যা প্রশংসায় খুশি হতে নেই	১১৯ ওকে ধরা যাবে না
১২১ আগে আমাকে তুলুন	১২২ আমার সিংহের দরকার নেই	১২৩ কেন যে জালে হাত দিতে গেলাম		১২৪ কাউকেই খুশি করতে পারলাম না
১২৭ আঙুর ফল টক	১২৮ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ	১২৯ প্রতিদিন একটির বদলে দুটি ডিম	১৩০ আমি মরা মানুষ খাই না	১৩১ তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে
১৩২ না খেতে পেয়ে মরার দশা	১৩৩ আমাকে তোমাদের রাজা বানাও	১৩৪ গর্তের পানি খুব মিষ্টি	১৩৫ বন্ধু, কেমন আছো?	১৩৬ মুরগিটা একটা মুক্তা খুঁজে পেলো

বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিলো

একবার এক বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিলো। মাংসের মধ্যে ছিলো চিকন একটা হাড়। তাড়াহুড়া করে খেতে গিয়ে সেই হাড় বাঘের গলায় আটকালো। অনেক চেষ্টা করেও বাঘ হাড়টা বের করতে পারলো না।



দু-এক দিন পরে ওই জায়গায় বাঘের ব্যথা শুরু হলো। সেই ব্যথায় অস্থির হয়ে সে এদিক-ওদিক ছোট্টাছুটি শুরু করে দিলো। সামনে যাকেই দেখে তাকেই বলে, ‘ভাই, তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো? আমার গলায় একটা চিকন হাড় আটকিয়েছে। সেটা কি তুমি বের করে দিতে পারবে? যদি পারো, তবে আমি সারা জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। আর তোমাকে পুরস্কারও দেবো।’

কিন্তু বাঘের এত কথা কেউ ঠিকমতো শোনেই না। যেই বাঘকে দেখে, পুরোপুরি তার কথা না শুনে দূরে থাকতেই দৌড় দেয়। তাই বাঘ আর হাড়টা বের করতে পারে না।

শেষে এক বক বাঘের কথা শুনে রাজি হলো। বক ভাবলো, লম্বা ঠোঁট দিয়ে বাঘের গলা থেকে সহজেই হাড়টা বের করে দিতে পারবে। আর পুরস্কারও পাবে। তাই সে বাঘের কাছে এসে মুখ হা করতে বললো। তারপর বক তার লম্বা গলা বাঘের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো। আর খুব সহজেই লম্বা ঠোঁট দিয়ে হাড়টা বের করে আনলো।

হাড় বের করার পর বক দেখলো, বাঘ পুরস্কার না দিয়েই চলে যাচ্ছে। তখন বক বলল, ‘কী ব্যাপার! আমার পুরস্কার কোথায়?’

বাঘ তার হাঁটা থামালো না। শুধু পিছন ফিরে বললো, ‘তুমি বাঘের মুখের ভিতর নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলে। এরপর সেই মাথা বের করে এনেছো! এটাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করো। এর পরে আবার কী পুরস্কার চাও?’

ময়ূরের মতো হতে গিয়ে

একবার এক কাকের মনে হলো, ইস, আমি যদি ময়ূরের মতো হতে পারতাম!

এক দিনকার ঘটনা। সে এক জায়গায় কিছু ময়ূরের পালক পড়ে থাকতে দেখলো। তারপর কাকটা পালকগুলোকে একটার পর একটা নিজের গায়ে লাগিয়ে নিলো। আর মনে করতে লাগলো, সে ময়ূরের মতো সুন্দর হয়ে গেছে।



এরপর সে আর সব কাকের কাছে গিয়ে বললো, ‘তোমরা দেখতে সুন্দর না। আমি আর তোমাদের সাথে মিশবো না।’

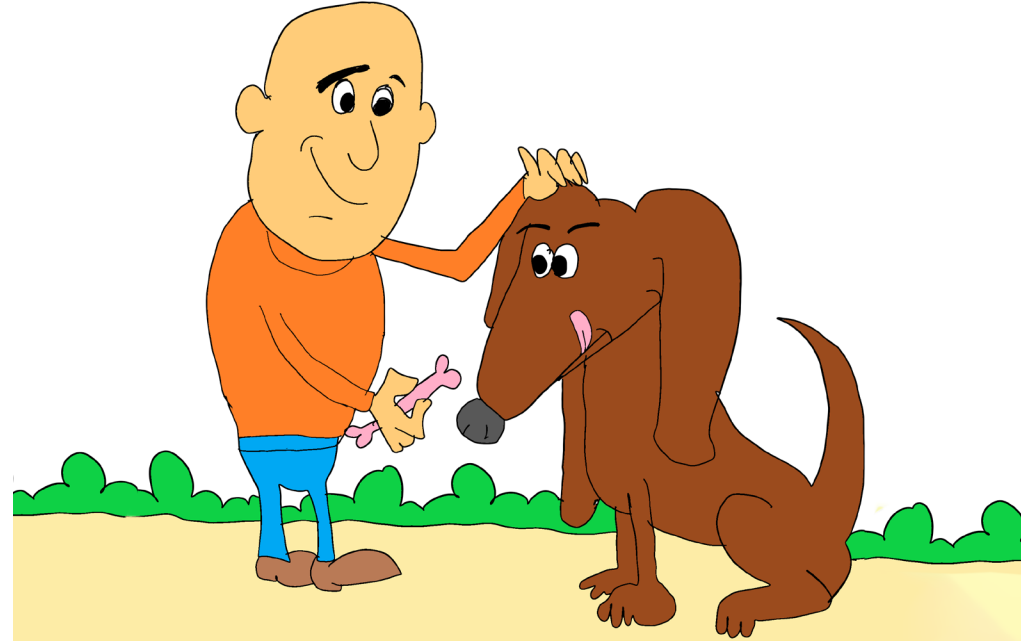
নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে কাকটা গেলো ময়ূরের দলে মিশতে।

ময়ূররা কাকটাকে দেখেই চিনতে পারলো। তারা সবাই মিলে কাকের গা থেকে একটা একটা করে ময়ূরের পালক তুলে নিলো। আর তাকে ঠোকরানো শুরু করলো। ওখানে টিকতে না পেরে কাকটা পালিয়ে এলো।

এরপর সে আবার এলো নিজের দলে মিশতে। তখন অন্য কাকরা ঠাট্টা করে বললো, ‘তুমি খুব বোকা। ময়ূরের পালক গায়ে দিয়ে অনেক অহংকার করেছিলে। আমাদের ঘৃণা করে তুমি ময়ূরের দলে মিশতে গিয়েছিলে। এখন দেখেছো তো, এভাবে অন্যের মতো হতে গেলে কী বিপদ হয়!’

কুকুর আর শিকার ধরতে পারে না

এক লোকের একটা কুকুর ছিলো। কুকুরটার গায়ে ছিলো অনেক শক্তি। ওই লোক যখন জঙ্গলে শিকার করতে যেতেন, কুকুরটাকে সাথে নিতেন। শিকার ধরার ইচ্ছা হলে লোকটি জঙ্গলের কোনো জন্তুকে দেখিয়ে দিতেন। আর কুকুরটা সেই জন্তুর ঘাড় কামড়ে ধরতো।



এভাবে অনেক বছর ধরে কুকুরটা তার মনিবের উপকার করেছিলো।

একসময়ে কুকুরটার বয়স হয়ে গেলো। আগের মতো তার শরীরে আর শক্তি নেই। সেই কুকুর নিয়ে লোকটি গেলেন শিকার করতে। কিন্তু এবার কুকুর ঠিকমতো শিকার করতে পারলো না। যে জন্তুরই ঘাড় সে কামড়ে ধরে, সেই জন্তুরই পালিয়ে যায়।

এই অবস্থা দেখে লোকটি কুকুরটিকে মারতে শুরু করলেন। কুকুরটি তখন মনে মনে বললো, ‘হায়! মানুষ কত স্বার্থপর। যখন আমার গায়ে শক্তি ছিলো, তখন আমি তাকে কত জন্তু ধরে দিয়েছি। এখন আমার গায়ে শক্তি নেই। তাই আমাকে এমনভাবে মারতে পারছে।’